দৈনিক সংবাদ

তারিখ 13 OCT 1989 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

গৃহশিক্ষকতা ও ল্যাবরেটরী স্কুল

সরকার গৃহশিক্ষকতা নিয়ন্ত্রণে শিগগিরই পদক্ষেপ ঘোষণা করবেন, এইমর্মে দৈনিক সংবাদে সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। দেশের অন্যসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ যাই হোক না কেন, ঢাকার গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুলের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত জরুরী। এই স্কুলের প্রায় সকল শিক্ষক গৃহশিক্ষকতা নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত থাকেন যে, ক্লাসে ছাত্রদের প্রতি মনোযোগ দেয়ার মতো আগ্রহ বা এনার্জি কোনটাই তাদের থাকে না। নামকরা স্কুলের শিক্ষক হওয়ার বদৌলতে ছাত্র ও অভিভাবকদের কাছে তাদের দারুণ কদর। গৃহ শিক্ষকতা থেকে তাদের অনেকের মাসিক আয় পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা। প্রতি ব্যাচে ২০ থেকে ৩০ জন করে তিন বা চারটি ব্যাচে পড়ানো হয় এবং মাথা পিছু পাচশ' থেকে এক হাজার টাকা নেয়া হয়।

ল্যাবরেটরী স্কুলে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক থাকা সত্তেও অধিকাংশ শ্রেণীতে নিয়মিত ক্লাস নেয়া হয় না। সারা বছরে দু'দিন ক্লাশ হয়নি এমন অনেক বিষয়ও রয়েছে। রাজধানীর অধিকাংশ স্কুলে বছরের শুরুতেই সারা বছরের সিলেবাস দেয়া হয় এবং পরীক্ষায় তা অনুসরণ করা হয়। কিন্তু এই স্কুলে এ ধরনের ব্যবস্থা নেই। আসন্ন বার্ষিক পরীক্ষার সিলেবাস এখনও দেয়া হয়নি। সাধারণ ছাত্ররা এজন্যে শিক্ষকদের বারবার তাগিদ দেয়া সত্তেও কোন ফল হচ্ছে না। তবে যেসব ছাত্র এ স্কুলের শিক্ষকদের কাছে পড়ে তারা বহু আগেই পুরো বিশেষ সিলেবাস পেয়ে যায়। পরীক্ষার আগে তাদেরকে প্রশ্নপত্র সম্পর্কেও আগাম ধারণা দেয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। অথচ যথাসময়ে 'ডিটেইল সিলেবাস' না পাওয়ায় সাধারণ ছাত্রদের হিমসিম খেতে হয়। এই স্কুলে বছরে মাত্র দুটি পরীক্ষা হয় এবং কোন শ্রেণী পরীক্ষা নেয়া হয় না।

গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুলের প্রধান শিক্ষক সম্প্রতি এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে গৃহ শিক্ষকতার ক্ষতিকর প্রভাব এবং সমাজের অন্যদের সাথে শিক্ষকদেরও নৈতিক অবক্ষয়ের কথা স্বীকার করেন। দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনার সার্বিক পরিবেশও অত্যন্ত উন্নত হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, শিক্ষকদের উদাসীনতার কারণে ছাত্ররা প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং গৃহশিক্ষকতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। স্কুলটির অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে সুষ্ঠু তদন্ত করে শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। একই সংগে শিক্ষকদের প্রতিও আহ্বান, তারা যেন শিক্ষা নিয়ে ব্যবসায়িক মনোভাব পরিত্যাগ করে তাদের মহান পেশায় আদর্শ শিক্ষক হিসেবে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

আমিনুল ইসলাম
২২৩, সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা।